

পরশু ভোর ঠিক আসবেই

আনিসুল হক

আবদুল্লাহ আরু সাঈদ স্যারের সঙ্গে গত মঙ্গলবার দেখা। স্যারই এসেছিলেন আমাদের অফিসে। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের কাজেই এসেছেন। স্যারকে দেখেই মনটা একটু ভালো হয়ে গেল। চরম আশাবাদী মানুষ। ক্রমাগত কাজ করে চলেছেন। বয়সের ভার তাকে পিছে টেনে ধরতে পারছে না। হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, কোনো কোনো যুবক এতই জরুখ যে তাদের নামের বানান ‘জুবক’ লেখা উচিত। আমি নিজেকে ওই ধরনের জুবক মনে করি। কিন্তু আবদুল্লাহ আরু সাঈদ স্যারের বয়স যেন দিন দিন কমছে। না, স্বাস্থ্য তার আগের মতো ভালো নেই। মাথার পুরনো ব্যথা তো আছেই। তা সত্ত্বেও নতুন নতুন বিষয় বেছে নিয়ে নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন কাজে। তিনি নিজে আমাকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, মানুষের জীবনে যৌবন আসে একবার, কিন্তু যারা কাজ করতে চায় তাদেরকে যৌবন আনতে হয় বারবার। কাজের নতুন ক্ষেত্র বেছে নিলে আবার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করা যায়। স্যারের নিজের জীবনে যৌবন এসেছে তিনবার। কণ্ঠস্বর, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, আর এখন চলছে পরিবেশ আন্দোলন। আমি স্যারকে বলি আশার হোল সেলার। তার কাছে গেলে পাইকারি দরে আশা কেনা যায়। আর আমরা হলাম আশার খুচরো দোকানদার। দেশের নানা জায়গায় গিয়ে তার কাছ থেকে পাওয়া আশার বার্তাটুকুন আমরা মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি।

স্যারকে পেয়ে তার কাছে গিয়ে বসি। যদি স্যারের কাছে আশার কোনো আলো পাওয়া যায়।

আমার নিজের মনের মধ্যে নানা হতাশার রসায়ন ক্রিয়া করছে। মনে চিন্তা, দেশের পরিস্থিতি দিনদিন খারাপ হচ্ছে। এখন মনে হয়, বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের আমলের চেয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন গত সরকারের শাসনকাল ভালো ছিল, আর তার চেয়ে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে ’৯১ থেকে ’৯৬ পর্যন্ত বিএনপির শাসনকাল ভালো ছিল। আবার তার চেয়ে ভালো ছিল জিয়াউর রহমানের আমল। কথাটা ঘুরিয়ে বললে, একটা আমলের চেয়ে তার পরের আমল খারাপ হচ্ছে। রাজনৈতিক দিক থেকে জিয়াউর রহমানের নানা সমালোচনা আমরা করতে পারব, কিন্তু তার সঙ্গে এই আফসোসও আমাদের করতে হবে, তার ব্যক্তিগত সততাটা যদি আজকের নেতৃত্বের থাকত! জিয়াউর রহমান নিজে সামরিক শাসক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তার উপদেষ্টা পরিষদে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সেই সময়ের জ্ঞানী-গুণী-সৎ মানুষদের। আবুল ফজলের মতো মানুষও তার উপদেষ্টা হয়েছিলেন। তার পাশাপাশি এখনকার নেতৃত্বের

তুলনা করলে মনটা ব্যথায় আর হতাশায় ছেয়ে না গিয়ে পারে! কারা এখন আমাদের নেতা! কারা আমাদের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী!

তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রমুখের মতো নেতা আমরা পাব এখনো, এটা পাগলও বলবে না। কিন্তু আশির দশকেও তো এমন ছাত্রনেতা ছিলেন, যাদের একমাত্র সুপ্ন ছিল শোষণমুক্ত সমাজ গড়া। যারা ফিল্টারওয়ালা সিগারেট খেতে লজ্জাবোধ করতেন, পাজামা-পাঞ্জাবি ছাড়া অন্য পোশাক তাদের কাছে ছিল অকল্পনীয়, সচেতনভাবে নিজেকে রাখতে চাইতেন শ্রেণীচ্যুত। আর এখন ছাত্রনেতা মানে দামি পোশাক, একাধিক দামি মোবাইল, বছর দুয়েকের মধ্যেই তারা ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন দামি গাড়িতে। এই দেশে সেদিনও ছিলেন আদর্শবাদী কমিউনিস্ট নেতারা, হয়তো জমিদারের ছেলে-সব কিছু ছেড়ে চলে এসেছেন সমাজবদলের সুপ্ন নিয়ে, একটা মাত্র জামা তার, ওই জামা কেচে দিয়ে বাতাসে শুকিয়ে তারপরে কেবল বাইরে যেতে পারতেন। সেই আদর্শবাদী ত্যাগী নেতারা এই দেশেই ছিলেন, মাত্র কিছুদিন আগে, এটা এখন অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

চোখের সামনে বদলে গেল সবকিছু। এখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার কথা কোনো সরকারই বলে না। এখন দেশে চলছে একটাই তন্ত্র, লুটতন্ত্র। যে যেভাবে পারছে লুটে নিচ্ছে। কেবল যে আদর্শবাদী নেতারা বিরল প্রজাতির প্রাণীর মতো বিলুপ্ত হয়ে গেল তাই নয়, সমাজের অন্য ক্ষেত্রে আদর্শবাদী মানুষ অবলুপ্ত হয়ে পড়ছেন। কোথায় সেই আদর্শবাদী শিক্ষক? চিকিৎসক? আনিসুজ্জামান, আবদুল্লাহ আরু সাঈদ, হাসান আজিজুল হকের মতো কয়েকজন মানুষ আদর্শবাদী প্রজন্মের শেষ প্রতিনিধি হিসেবে হয়তো রয়ে গেছেন। ওই প্রজন্ম বিদায় নিলেই আমরা লুটতন্ত্রের প্রতিনিধিরা ১০০ ভাগ কায়ম হয়ে বসতে পারব।

কেন এমন হলো? মধ্যবিত্ত, যে মধ্যবিত্ত শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে, একটা সমাজের মূল্যবোধ তৈরি করে ধরে রাখে, তারা কেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল? কেউ শামিল হলো বড়লোক হওয়ার ইঁদুর দৌড়ে, কেউবা এই প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ছিটকে পড়ল। এখন একজন স্কুলশিক্ষকও পত্রিকায় পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনে লেখেন, পাত্র স্কুলশিক্ষক, তবে মাসিক আয় ৫০ হাজার টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষককেই এখন ক্লাস নেওয়ার চেয়ে কনসালটেন্সি করতে মনোযোগ ও সময় দিতে হচ্ছে বেশি। কলকাতা থেকে আসা এক গ্রুপ থিয়েটারকর্মী ঢাকার এক নাট্যকর্মীকে বলেছিল, আমাদের ওখানে আমরা বাসের হাতলে করে বুলে থিয়েটার করতে আসি, এসে এয়ার কন্ডিশনড হলে নাটক করি। আর তোমাদের এখানে দেখি নাট্যকর্মীরা এসি করে করে এসে ভাঙাচোরা মঞ্চে ভাপসা গরমের মধ্যে নাটক করো। এখনো পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

কর্মী, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের চাল-চলন বেশভূষা আচার-আচরণে এক ধরনের আদর্শবাদিতার ছাপ দেখা যায়। ভারতে সোনিয়া গান্ধীকে ওখানকার সুরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নিরাপত্তার কারণে বিএমডব্লিউও গাড়ি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল, তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, আমার এমবাসাডরই ভালো। ভারতের স্পিকার সোমনাথ চ্যাটার্জিও ১৫ লাখ টাকার গাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে চেয়ে নিয়েছেন এমবাসাডর। আর আমাদের নেতা-নেত্রীদের গাড়ির দিকে তাকান। আমাদের মধ্যবর্তী নেতাদেরও ফোর হুইল ড্রাইভ গাড়ি ছাড়া কল্পনা করা যায় না। ভোগবাদিতা পণ্যবাদিতার নৈরাজ্যের চরম উদাহরণ এখন বাংলাদেশ। মধ্যবিত্ত এই নৈরাজ্যের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। দুশ্চিন্তার কথা হলো, দেশে যারা কাপ্তানের আসনে আসীন, তারা নিজেরাই যদি এই নৈরাজ্যে ভেসে যান, তাহলে দেশকে সঠিক বন্দরে ভেড়াবে কে?

এই সব দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে স্যারের পাশে বসি। সব কথা বলা হয় না। খানিকটা নীরবতা, খানিকটা আমতা আমতা বাক্যের মধ্য দিয়েই শুধু উদ্বেগটা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি। কী হচ্ছে দেশটায়? এই লুটপাটতন্ত্র, অযোগ্যের আঞ্চালনের মধ্য দিয়ে তো দেশের একটার পর একটা প্রতিষ্ঠান একেবারেই অকেজো হয়ে পড়ছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ কার্যকর হয় না, সুরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ঘুষ সাধারণ অভিযোগে গ্রেপ্তার হন এসপি, জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালান মন্ত্রীর ভাই, প্রতি বছর সরকারি কেনাকাটায় দুর্নীতি হয় ২ হাজার কোটি টাকা। দেশটা চলছে যে কী করে! কোথায় যে যাচ্ছে!

আবদুল্লাহ আর সাঈদ স্যারের চোখে-মুখেও দুশ্চিন্তার ছায়া দেখতে পাই। তিনি বলেন, ওপর দিকে অন্তত ৫০টা লোক দরকার হয়, যারা ঠিক থাকবেন, সৎ থাকবেন, তাদের নেতৃত্বে বাকি দেশটা ঠিক চলবে। কিন্তু একজন নেতা যদি অসৎ হন, তাহলে তার নৈতিক মনোবল, সৎ সাহস তো থাকে না। তার কথা কে শুনবে।

স্যারকে উদ্বিগ্ন হতে দেখে মনে মনে একটু সান্ত্বনা পাই। যাক, কেবল আমিই টাইটানিকের একজন যাত্রী ভাবছি না নিজেকে। স্যারকে পর্যন্ত পরিস্থিতির ভয়াবহতা স্পর্শ করেছে।

কিন্তু ওঠার আগে তিনি বলেন তার সেই পুরনো কথাটা। না, এই নৈরাজ্য বেশি দিন থাকবে না। আর বড়জোর বিশ বছর। দ্বিতীয় প্রজন্ম এসে গেলেই সবকিছু থিতু হয়ে আসবে।

স্যার মনে করেন, পুঁজি গড়ে ওঠার সময়টায় কোনো নৈতিকতা মানে না। ইউরোপে যখন পুঁজি গড়ে উঠেছিল সেটাও ছিল দস্যুবৃত্তির ফল। এই দেশের মানুষের হাতে কখনো

টাকা আসেনি। আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে এই দেশে পুঁজি গড়ে উঠতে শুরু করেছে। এই সময়টা বিপজ্জনক। লুটপাট-নিয়মহীনতাই হলো এই সময়ের নিয়ম। আমাদের আশ্রয় চেষ্টা করতে হবে এই লুটপাট-নৈরাজ্য প্রতিরোধের, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সততার পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরার। সেটা করতে গিয়ে ব্যর্থতা যদি আসেও, তবু মন খারাপ করলে চলবে না। কারণ হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালি এই প্রথম রাষ্ট্র পেয়েছে। এই প্রথম সে টাকার মুখ দেখেছে। তার লোভ সর্বগ্রাসী। কোনো নিয়মকানুনই সে মানতে চাইবে না। কিন্তু পুঁজি তার দ্বিতীয় প্রজন্মে এসে থিতু হবে। পুঁজি নিজের স্বার্থেই নিজেকে পাহারা দেবে। নিজের স্বার্থেই আইনশৃঙ্খলা, আইনের শাসন, নিয়মকানুন প্রবর্তন করতে সে বাধ্য হবে। সেই সময় আসতে আর বেশি দেরি নেই। বড়জোর আর কুড়ি বছর।

কুড়ি বছর খুব বেশি সময় নয়। আমাদের অনেকেই হয়তো তখন থাকব না, আবার অনেকেই থাকব। আমাদের ছেলেমেয়েরা থাকবে। তারা যদি একটা সুসময় অর্জন করে নিতে পারে, তবুও তো আশায় বুক বাঁধা যায়। মাহমুদুজ্জামান বাবুর মতো করে গান ধরা যায়, ‘ভোর হয়নি, আজ হলো না, কাল হবে কি না তাও জানা নাই, পরশু ভোর ঠিক আসবেই, এই আশাবাদ তুমি ভুলো না।’

আনিসুল হক : কবি, লেখক ও সাংবাদিক।

Collection: Khairul Habib
National University of Singapore
6/11/2004